৩৪

যায়যায়দিন

তারিখ ... JUL-07 2006 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৪

এইচএসসিতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু : নতুন নীতিমালা জারি

মফস্বলের ১০ ভাগ শিক্ষার্থীকে বিভাগ ও জেলা কলেজে সুযোগ দিতে হবে

মুহাম্মদ যাকারিয়া, আতিক রহমান পূর্ণিয়া .

দেশের কলেজগুলোয় ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে এইচএসসি ক্লাসে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে কেবল এসএসসি বা সমমান পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে। কোনো ধরনের ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে না। ইতিমধ্যে এ সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নতুন নীতিমালা অনুযায়ী বিভাগীয় ও জেলা সদরের কলেজগুলোতে মফস্বল এলাকার ১০ ভাগ শিক্ষার্থীকে সুযোগ দিতে হবে। তবে মন্ত্রণালয়ের এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে ভিন্নমত প্রকাশ করেছে নামি দু'একটি বেসরকারি কলেজ। নীতিমালায় আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে সব কলেজে এসএসসির ফল প্রকাশের অনূর্ধ্ব ৩০ দিনের মধ্যে একাদশ শ্রেণীর ক্লাস শুরুর ব্যাপারে নতুন আদেশ জারি করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে 'উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির নীতিমালা-২০০৬' দেশের সব বিভাগের কমিশনার, জেলা প্রশাসক, শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট সব স্থানে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা জারি করার আগেই ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে রাজধানীর নামি কয়েকটি কলেজ। তবে ভর্তির আবেদনপত্র বিতরণ এখনো শুরু হয়নি। মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা হাতে পাওয়ার পর আগামীকাল শনিবার থেকে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করবে [illegible]

মফস্বলের ১০ ভাগ শিক্ষার্থীকে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির নীতিমালা-২০০৬ অনুমোদন করা হয়। নীতিমালা অনুযায়ী ভর্তির জন্য কোনো বাছাই পরীক্ষা বা ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না। শুধু এসএসসি বা সমমান পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে। বিভাগীয় ও জেলা সদরের কলেজগুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজের ৯০ ভাগ আসন সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। বাকি ১০ ভাগ আসন বিভাগীয় ও জেলা সদরের বাইরের অর্থাৎ মফস্বলের শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। এতোদিন হাতেগোনা কয়েকটি কলেজে মফস্বলের শিক্ষার্থীদের সামান্য সুযোগ দেয়া হতো।

ভর্তির যোগ্যতা সম্পর্কে নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়, ২০০৪, ২০০৫ ও ২০০৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে। সাধারণভাবে সর্বাধিক অর্থাৎ নয় বিষয়ে এ+ প্রাপ্ত প্রার্থী থেকে ক্রমান্বয়ে কমসংখ্যক বিষয়ে এ+ প্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে।

তবে কোনো কলেজে ভর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করতে পারবে। বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে সমসংখ্যক বিষয়ে এ+ প্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে সাধারণ গণিত বা উচ্চতর গণিতে এ+ প্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কোনো কলেজে বিদ্যমান আসন সংখ্যার চেয়ে সমমানের জিপিএ প্রাপ্ত সংখ্যা বেশি হলে সেক্ষেত্রে প্রার্থীর জন্ম তারিখ বিবেচনায় এনে বয়সক্রম অনুযায়ী যিনি জ্যেষ্ঠ তাকেই অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

সকল কলেজকে ভর্তির কাজ শেষ করা ও ক্লাস শুরু করার সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে নীতিমালায়। বিলম্ব ফি ছাড়া ভর্তি ও ব্যাংক ড্রাফট শেষ করতে হবে ৭ আগস্টের মধ্যে। ক্লাস শুরু করতে হবে ১০ আগস্টের মধ্যে। বিলম্ব ফিসহ ভর্তি ও ব্যাংক ড্রাফট করার শেষ তারিখ ২৭ আগস্ট। [illegible] ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে।

ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের কাছ থেকে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র ফরমের মূল্য বাবদ ১০ টাকা এবং ভর্তি ব্যবস্থাপনা ব্যয় নির্বাহের জন্য ৪০ টাকা অর্থাৎ সব মিলিয়ে ৫০ টাকা বেশি গ্রহণ করা যাবে না।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুমোদনের আগেই গত রবিবারে মেয়েদের কলেজগুলোর মধ্যে অন্যতম ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এইচএসসিতে ভর্তির বিজ্ঞাপন দিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বিজ্ঞানে অন্য স্কুল থেকে পাস করা ছাত্রীদের ভিকারুননিসায় একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে হলে ন্যূনতম যোগ্যতা লাগবে এসএসসিতে জিপিএ-৫ এবং ৯টি বিষয়ে 'এ+'। মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে সর্বনিম্ন জিপিএ লাগবে যথাক্রমে ৩.৫০ এবং ৪.৭৫। বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা থেকে মানবিক বিভাগে ভর্তিচ্ছুদের ন্যূনতম জিপিএ-৪ থাকতে হবে।

গত ৩ জুলাই পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশিত নটর ডেম কলেজের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী শহরের স্কুলগুলো থেকে পাস করা ছাত্রদের এবার বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক-এর নির্ধারিত জিপিএ পয়েন্ট যথাক্রমে ৪.৮৮, ৩.৭৫ এবং ৩.০০। আর গ্রামের স্কুলগুলো থেকে আসা ছাত্রদের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম জিপিএ পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে ৪.৭৫, ৩.৫০ এবং ২.৫০।

হলিক্রস কলেজও ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা যথাক্রমে জিপিএ ৪.৮৮ থেকে ৫.০০, ৩.০০ থেকে ৫.০০ ও ৩.৫০ থেকে ৫.০০।

মন্ত্রণালয়ের নীতিমালার ব্যাপারে ভিকারুননিসা স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ রোয়েনা হোসেন গতকাল যায়যায়দিনকে বলেন, এইচএসসিতে ভর্তির জন্য মন্ত্রণালয়ের জারি করা নির্দেশনার সঙ্গে তার নিজের কিছু দ্বিমত রয়েছে। তার মতে, ঢাকার বাইরের মেয়েদের কলেজে ভর্তি করলে বেশ কিছু সমস্যা পড়তে হয়। প্রথমত, বাইরের মেয়েদের ঢাকায় [illegible] পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটে। এসএসসি পা[illegible] করেই মফস্বলের একটি মেয়ে ঢাকা[illegible] মেয়েদের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে পা[illegible] না। এতে ক্লাসে কিছু সমস্যা দেখা দেয়[illegible] এছাড়া এ বয়সে বাবা-মায়ের সঠি[illegible] তত্ত্বাবধানে না থাকায় মেয়েদের কি[illegible] সমস্যা হয়।

তিনি আরো বলেন, অতি উৎসাহে অনে[illegible] মেয়ে ঢাকার বাইরে থেকে এসে তা[illegible] কলেজে ভর্তি হয়। কিন্তু পরে আর্থি[illegible] সঙ্কটসহ নানা কারণে প্রতি বছর ৪/৫ জ[illegible] ছাত্রী আবার ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নি[illegible] গ্রামে ফিরে যায়। রোয়েনা হোসে[illegible] জানান, কলেজে এবার ছাত্রী ভর্তি কর[illegible] চূড়ান্ত বাছাইয়ের সময় মেধাবীদের মধ[illegible] থেকেই ঢাকার বাইরের মেয়েদের সুযো[illegible] করে দেয়া হবে। তবে এক্ষেত্রে[illegible] ভর্তিচ্ছুদের ঢাকায় নিশ্চিত আবাসস্থ[illegible] আছে কি না তা নিশ্চিত করা হবে ব[illegible] তিনি উল্লেখ করেন।

নটর ডেম কলেজের সচিব অতুল [illegible] রোজারিও যায়যায়দিনকে বলেন, তার[illegible] ভর্তির বিজ্ঞাপনেই মফস্বলের শিক্ষার্থীদে[illegible] জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা শহরের তুলনা[illegible] কিছুটা শিথিল করেছেন। শিক্ষ[illegible] মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী তার[illegible] কমপক্ষে ১০ ভাগ মফস্বলের শিক্ষার্থী ভর্তি[illegible] করাবেন বলে তিনি জানান। একই কথ[illegible] বললেন রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যা[illegible] কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দা নুরুন্নাহা[illegible] বেগম। গত বুধবার এ কলেজে ভর্তি[illegible] বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে।

সরকারি কলেজগুলোতে আলাপ কর[illegible] জানা গেছে, তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে[illegible] নীতিমালার অপেক্ষায় ছিলেন। তাই[illegible] এখনো ভর্তির কার্যক্রম শুরু হয়নি। ঢাক[illegible] কলেজের একজন শিক্ষক জানান, তারা[illegible] আগামী সপ্তাহে ভর্তির বিজ্ঞাপন দেবেন। বিজ্ঞান বিভাগে ৫০০ এবং মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষায় দেড়শ' করে ছাত্র ভর্তি[illegible] করা হবে বলে জানান তিনি। সরকারি বিজ্ঞান কলেজের অফিসে যোগাযোগ করা[illegible] হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, আগামী রবি[illegible] অথবা সোমবার ৬০০ আসনে ভর্তির জন্য [illegible]